৫ বলে ৫ উইকেট!

নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে (প্লাঙ্কেট শিল্ডে) তৈরি হল বিরল নজির। ব্রেট র‍্যান্ডেল নামের এক জোরে বোলার পরপর ৫ বলে তুলে নিলেন ৫ উইকেট। ৮ বলের মধ্যে নিলেন ৬ উইকেট। সব মিলিয়ে ২৫ রান দিয়ে ৭ উইকেট নিয়েছেন র‍্যান্ডেল।

বিশ্বাস করতে সময় লাগবে: সূর্য

অগ্নি পাণ্ডে। আমেদাবাদ

সব ক্যামেরা তাঁর দিকেই তাক করা। বিশ্বকাপ নিয়ে ২২ গজে অন্য মেজাজে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। ছবি: এক্স

৮ মার্চ: মহাতারকা আর তারকা। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য ঠিক ততটা, যতটা রোহিত এবং সূর্যকুমারের।

রোহিতের পাশে বরাবর আলোর বৃত্ত। তাঁকে কেন্দ্র করে বরাবর 'নায়কোচিত' শব্দের ব্যবহার। আনাগোনা 'বড় দাদা', 'মোটা ভাই' বিশেষণের। সূর্য যেন নেহাতই সতীর্থ। 'নেতা' হলেও, যাঁর কাঁধে অনায়াসে হাত রেখে গল্প করা যায়, রসিকতা করে ঘাড়ে লুটিয়ে পড়া যায়। মতামত স্বচ্ছন্দে চাপিয়ে দেওয়া যায়।

দুটো ভিন্ন চরিত্র। দুটো ভিন্ন বড় হওয়ার পরিবেশ। কিন্তু রবি–রাতে এক হয়ে গেল মোতেরাতে! কীভাবে?

ভারত তখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছে। মেডেল দেওয়ার পর্ব সারা। কাপও হাতে উঠে গিয়েছে। হঠাৎ করে কাপ নিয়ে সোজা গিয়ে ২২ গজের মাঝে রাখলেন অধিনায়ক। পিচের মাঝে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলেন। মাটি ছুঁয়ে কপালে ঠেকিয়ে নিলেন একবার। তারপর লন্সের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসি। কী অদ্ভুত! এ যেন ঠিক ২০২৪–র বার্বাডোজের বিপিট টেনিকাই! এ কী ২০২৪? নাকি ২০২৬? গুলিয়ে যাওয়ার মুহূর্ত। গুলিয়ে দিলেন অধিনায়ক। ইচ্ছে করেই। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করলেন। এটাই তো চেয়েছিলেন সূর্য। এটাই তো চেয়েছিল গোটা দেশ।

রোহিতের ফেলে রাখা জুতোয় পা গলানোর পর ইতিহাস দাবি রেখেছিল 'পুনরাবৃত্তি'র। সেই পুনরাবৃত্তি সম্পূর্ণ। তারপরও যেন অধিষ্ঠানের প্রশ্নে কিছুক্ষণ ছিলেন সূর্য। তাই তো মঞ্চে ওঠার সময়ও নিজের গালেই নিজে চড় মারলেন! যেন কাপ জেতার বাস্তবে নিজেকেই ফিরিয়ে, জাগিয়ে তুলতে চাইলেন!

আর এমন সব মুহূর্ত পেরিয়ে যখন মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালেন, তখন আর আবেগে শেকল পড়ল না। সূর্য শুরু করলেন, 'বিশ্বকাপ জিতে গিয়েছি। এটা বিশ্বাস করতে কিছুটা সময় লাগবে। তবে আজ আমি খুব খুশি। এটা একদিনের সফর নয়। দীর্ঘ সফর। যা শুরু হয়েছিল ২০২৪ থেকে। রোহিত ভাই, জয় শাহ আমার ওপর আস্থা রেখেছিলেন। সুযোগ দিয়েছিলেন, দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার। সেখান থেকে এই পর্যন্ত পথ হাঁটা, ট্রফি জয়। ২০২৪ সালে ভাল ক্রিকেট খেলে আমরা ট্রফি জিতেছিলাম। গত দু'বছরে সেই ভাল ক্রিকেটের ধারা বজায় রাখতে পেরেছি আমরা। জানতাম এই দলে প্রত্যেক ক্রিকেটারের মধ্যে ম্যাচ উইনার হওয়ার মশলা মজুত আছে। সঞ্জু, অভিষেক খুব ভাল খেলেছে। ওরা ভাল কিছু করবেই, আমরা নিশ্চিত ছিলাম। ওরা সেটা করে দেখিয়ে দিয়েছে। আর বুমরাহ? প্রজন্মে একজনই ওর মতো বোলার আসে। ও জানে কীভাবে কাজটা শেষ করতে হয়।'

এত, এত কথা বললেন। এত, এত ভাবনা তুলে ধরলেন। তবু, একবারও নিজের কথা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করলেন না।

করবেন কেন? এ শিক্ষাও যে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। রোহিত গুরুনাথ শর্মার কাছ থেকে।

তারকা, মহাতারকা। সব পার্থক্য মিলিয়ে গেল রবি–রাতে। মায়াবী মোতেরাতে।

গম্ভীর-সূর্যর কাছে কৃতজ্ঞ অভিষেক

সায়ন গুপ্ত

'ও তো আনতাবড়ি ব্যাট চালায়।' 'সব বলে ছয় মারার মানসিকতায় ডুবছে।' 'ওর সামনে পিপ্সার নিয়ে এলেই উইকেট ছুড়ে দেবে।'

এমন কত সমালোচনা, টিপ্পনি শুনতে হয়েছে তাঁকে। কেউ কেউ ফাইনালে তাঁকে বসিয়ে দেওয়ার পক্ষে ভোটও দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি চুপ ছিলেন। যাবতীয় সমালোচনার জবাব দেওয়ার সঠিক সময় ও মঞ্চ হিসেবে বেছে নিলেন রবি–রাতের মোতেরাকে। শুরুটা করলেন একটু দেখেশুনে। পিচের চরিত্র বুঝতে সময় নিলেন প্রথম দুই ওভার। তারপর শুরু হল তাণ্ডব। তিনি যখন আউট হলেন, স্কোরবোর্ড বলছে ৭.১ ওভারে ৯৮/১। ভারতের বিশ্বজয়ের ভিত সেখানেই গড়া হয়ে গিয়েছিল। কারিগর অভিষেক শর্মা।

টি২০ ফরম্যাটে আইসিসি–র ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শিখরে থাকা অভিষেকের থেকে প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু গোটা বিশ্বকাপেই ছন্দ হাতড়ে যাচ্ছিলেন। ফাইনালের আগে মাত্র একবার হাফসেঞ্চুরির গণ্ডি পেরিয়ে ছিলেন। কিন্তু ফাইনালে তাঁর ৬টি চার ও ৩টি ছয়ে সাজানো ২১ বলে ৫২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস আগের যাবতীয় ত্রুটি মুছে ফেলার জন্য যথেষ্ট।

অভিষেকের ধারাবাহিক ব্যর্থতা নিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীর বা অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। প্রতিবারই তাঁরা এই বাঁহাতি ব্যাটারকে আগলেছেন। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ অভিষেক। ফাইনালের শেষে বলেন, 'বিষয়টি আগে বলতে চেয়েছিলাম। পারিনি। কথাগুলি বলার এটাই শ্রেষ্ঠ মঞ্চ। আমি নিজের দক্ষতা নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেও অধিনায়ক ও কোচ আমার ওপর থেকে আস্থা হারাননি। ওদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এমন পরিস্থিতিতে এর আগে কখনও পড়িনি। প্রতিযোগিতাটা আমার জন্য খুবই কঠিন ছিল। নিজেকে এই দিনটার জন্য তৈরি রেখেছিলাম। খারাপ সময়ে প্রত্যেকে পাশে পেয়েছিলাম। তাই এই দলটাকে এত ভালবাসি।' কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে অভিষেক আরও বলেন, 'বিশ্বকাপের আগে আমি দারুণ ছন্দে ছিলাম। কিন্তু বড় মঞ্চে যে কী হল, বুঝতে পারছিলাম না। প্রতিযোগিতার মাঝপথে খুবই ভেঙে পড়েছিলাম। কিন্তু কোচ ও অধিনায়ক বলেছিলেন, তুমি আমাদের বড় ম্যাচ জেতাবে।' সত্যিই, দুঃসময়েও ইচ্ছেডানা মেলার সাহস জোগানোর সঙ্গীরাই তো আদর্শ পথপ্রদর্শক।

আপ্লুত যুবরাজ

পরপর দুবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন! বিশ্বকাপ ধরে রাখার লড়াই এক–একটা চরিত্রের জন্ম দেয়। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন এই দলটি টি২০ বিশ্বকাপের মঞ্চে সত্যিই একাগ্রতা এবং নিষ্ঠার সাথে খেলেছে। সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিষাণ, অভিষেক শর্মা ফাইনালে অসাধারণ খেলেছ। সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে সঞ্জু আবারও প্রমাণ করল, কেন ও একজন ম্যাচ উইনার। ঈশান ঠিক সময়ে নিজের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে ভারতকে বড় রান গড়তে সাহায্য করেছে। শিবম দুবে এবং হার্দিক পান্ডিয়া প্রয়োজন মতো নিজেদের গতি পরিবর্তন ম্যাচ এগিয়ে নিয়ে গেছে।

যশপ্রীত বুমরা সত্যিই স্পেশ্যাল। পরিস্থিতি যত কঠিন হয়, ও ততই সেরা ক্রিকেট উপহার দেয়! অক্ষর প্যাটেল বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলেছে। হার্দিক, অর্শদীপ এবং বরুণ চক্রবর্তী পুরো সময় বিপক্ষের ওপর চাপ বজায় রেখেছে।

২৮ মার্চ শুরু আইপিএল

আজকালের প্রতিবেদন

২৮ মার্চ শুরু হতে চলেছে আইপিএলের ১৯তম সংস্করণ। প্রতিযোগিতার মূল সম্প্রচারকারী সংস্থা স্টার স্পোর্টস বিশ্বকাপ ফাইনালের কিছুক্ষণ আগে সূচনার দিন নিশ্চিত করে। দিনক্ষণ চূড়ান্ত হলেও প্রতিযোগিতার সূচি এখনও বিশদে জানা যায়নি। জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে দুটি পর্যায়ে সূচি ঘোষণা করা হবে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে। এই মরশুমে নিজেদের হোম ম্যাচগুলির পাঁচটি ম্যাচ ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে খেলবেন বিরাট কোহলিরা। তাদের দুটি হোম ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব পেতে চলেছে ছত্তিশগড়ের রায়পুর। প্রাথমিকভাবে চিন্নাস্বামীতে এই আইপিএলে ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি মিলছিল না। বেঙ্গালুরু চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ভিক্টরি প্যারেডে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়। আইনি জটিলতার মধ্যে পড়তে হয় আরসিবি–কে। সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং কর্ণাটক সরকার তাদের পাঁচটি ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি দিয়েছে।

রানের পাহাড়ে জয়ের প্রহর

● ১ পাতার পর

খেললেন ঈশান কিষাণও। চোখের পলকে অর্ধশতরানের ইনিংস। নিশামের ১৬তম ওভারেই সঞ্জুর পর আউট হলেন ঈশান (২৪ বলে ৫৪, ৪ চার, ৪ ছয়)। ঠিক পরের ডেলিভারিতে আউট সূর্যকুমার। গোল্ডেন ডাক। ভারতের রানের গতি গোত্তা খেল। শেষে ক্যামিও ইনিংস শিবম দুবের (৮ বলে অপরাজিত ২৬, ৩চার, ২ ছয়)। ইনিংসের শেষ ওভারে শিবম লকি ফার্গুসনের বোলিংয়ে ২৪ রান তুললেন। শেষ পর্যন্ত ভারতকে বিশ্বকাপ জয়ের দিকে এগিয়ে দিলেন। ভারত তুলল ২৫৫/৫। কাজটা সহজ হওয়ার কথা ছিল না নিউজিল্যান্ডের কাছে। কারণ, ম্যাচটি বিশ্বকাপ ফাইনাল বলেই 'চাপের' ম্যাচ। সেই চাপেই নতজানু 'ব্ল্যাক–ক্যাপস'।

হরমনপ্রীতদের হার, অবসরে হিলি

আজকালের প্রতিবেদন

মহিলাদের টেস্ট ম্যাচে ভারতকে ১০ উইকেটে হারাল অস্ট্রেলিয়া। পার্থে দিন–রাতের টেস্টের তৃতীয় দিনে হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৪৯ রানে শেষ হয়ে যায়। প্রয়োজনীয় ২৫ রান কোনও উইকেট না হারিয়েই তুলে ফেলে অসিরা। এই টেস্ট খেলেই অসি অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি অবসর নিলেন। ম্যাচের পর তাঁকে কাঁধে তুলে মাঠ প্রদক্ষিণ করেন তাঁর সতীর্থরা। আবেগাপ্লুত হিলি বলেন, 'টেস্ট ক্রিকেট দীর্ঘজীবী হোক। ক্রিকেটের দীর্ঘতম ফরম্যাটই ব্যাটারদের সোজা ব্যাটে খেলা ও ক্রিজে অনেকক্ষণ থাকাটা শেখায়। যা সাদা বলে খেলে শেখা যায় না।' বার্ষতে গার্ল হরমনপ্রীত বলেন, 'এই সফরে টি২০ সিরিজ জেতার পর সেই ছন্দ আমরা একদিনের সিরিজ ও এই একমাত্র টেস্টে দেখাতে পারিনি। তাছাড়া, গোলাপি বলে টেস্ট খেলাটা সবসময়ই কঠিন।'

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত প্রথম ইনিংস ১৯৮, অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস ৩২৩, ভারত দ্বিতীয় ইনিংস ১৪৯, অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস ২৮/০

- **অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে জয়ী**
- ম্যাচের সেরা: অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড

খেলার খুচরো

মেসির গোল

মেজর লিগ সকারে জয় পেল ইন্টার মায়ামি। শনিবার রাতে বাল্টিমোরে তারা ২–১ জয়ী ডিসি ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। ১৭ মিনিটে প্রথম গোল রড্রিগো ডি পলের। মিনিট দশেক পরেই মায়ামির ব্যবধান বাড়িয়ে দেন লিওএল মেসি। দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল শোধ করে ওয়াশিংটনের দলটি।

এফএ কাপে

এফএ কাপের পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও জয় পেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। শনিবার রাতে ৩–১ ব্যবধানে হারিয়েছে নিউক্যাসেলকে। সিটির জোড়া গোল ওমর মারমউশের। অন্য গোল স্যাভিনহোর। অন্য ম্যাচে দু'বার পিছিয়ে পড়েও চেলসি ৪–২ জয়ী রেক্সহ্যামের বিরুদ্ধে।

হার বাগানের

রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের জাতীয় পর্বে হার মোহনবাগানের। সুদেভা দিল্লির কাছে ২–৩ হারের ডেগি কার্ভোজোর দল। বাগানের দুই গোল রোহিত সিং, সুহেল ভাট। অন্য ম্যাচে, শ্রীনিধি ডেকানের কাছে ০–৪ হেরেছে ডায়মন্ড হারবার।

জয়ী ইস্টবেঙ্গল

এআইএফএফ অনূর্ধ্ব ১৪ সাব জুনিয়র লিগের গ্রুপ 'এইচ'–এ বড় জয় ইস্টবেঙ্গলের। রবিবার অ্যাডামাস ইউনাইটেডকে ৬–০ উড়িয়েছে লাল–হলুদের ছোটরা। হ্যাট্রিক করেছে প্রিয়াংশু নস্কর। বাকি তিনটি গোল ভোলা রাজভর, কার্তিক সোরেন এবং সংস্কার সুবার।

আটকাল মুম্বই

আইএসএলে স্পোর্টিং দিল্লির বিরুদ্ধে ২–২ ড্র মুম্বই সিটি এফসি–র। দু'গোলে এগিয়ে থেকেও আটকে গেল মুম্বই। ৩ মিনিটের মাথায় জর্জ পেরেরা দিয়াজের গোলে ১–০ এগিয়ে যায় তারা। পরে ব্যবধান বাড়ান নৌফল। দিল্লির গোলদাতা মনোজ মহম্দ এবং মাতিজা বাবোভিচ।

জয়ী ডায়মন্ড

ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে হারের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াল ডায়মন্ড হারবার। প্রথম ম্যাচে শ্রীনিধি ডেকানের কাছে ০–১ হারের পর রবিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে ডেম্পোর বিরুদ্ধে ২–১ জয়ী কিবু ভিকুনার দল। ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে এল ডায়মন্ড হারবার।

বেঙ্গালুরু ম্যাচেও অনিশ্চিত রবসন

আজকালের প্রতিবেদন

চার ম্যাচে চার জয়। আইএসএলে দাপট চলছে মোহনবাগানের। চারটে ম্যাচই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলেছিল সবুজ–মেরুন ব্রিগেড। ১৪ মার্চ প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচে নামবেন জেমি ম্যাকলারেনরা। প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি। সেই ম্যাচের জন্য রবিবার থেকে অনুশীলন শুরু করল বাগান শিবির।

সুনীল ছেত্রিদের বিরুদ্ধে কি পাওয়া যাবে রবসন রবিনহোকে? ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। এদিনও তিনি রিহ্যাব করেন। সূত্রের খবর, চোটের জায়গায় আর অস্বস্তি অনুভব করছেন না তিনি। আরও পাঁচদিন রিহ্যাব চলবে। সব ঠিক থাকলে বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগেই বল পায়ে অনুশীলনে নামবেন রবসন। তবে সুনীলদের বিরুদ্ধে যে তাঁকে সম্পূর্ণ ফিট অবস্থায় পাওয়া যাবে না, এমনটা বলাই যায়।

মহমেডানের পর ওড়িশা, দুই ম্যাচে ১০ গোল দিলেও ক্লিনশিট রাখতে পারেনি মোহনবাগান। তার মধ্যে ওড়িশার বিরুদ্ধে গোলটি গোলরক্ষক ও ডিফেন্ডারের ভুল বোঝাবুঝির জন্য হজম করতে হয়েছিল। যাঁদের ভুলে গোলটি হয়েছিল, সেই গোলরক্ষক বিশাল কাইথ ও ডিফেন্ডার মেহতাব সিংয়ের সঙ্গে এদিন অনুশীলনে আলাদাভাবে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন সার্ভিও লোবেরা। গোল হজম নিয়ে চিন্তার কথা প্রকাশ্যে না বললেও আসন্ন কঠিন ম্যাচগুলিতে এইধরনের শিক্ষানবিশি ভুলের বড় মাশুল যে দিতে হবে, সেটা ভালই জানেন বাগান কোচ।

ইয়ামালের গোলে জয় বার্সিলোনার

আজকালের প্রতিবেদন

প্রথম লেগে যে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে সহজে হারিয়েছিল, ফিরতি লেগে তাদের বিরুদ্ধেই কষ্টকর জয় পেল এফসি বার্সিলোনা। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি একমাত্র গোলটি করেন লামিন ইয়ামাল। এদিন ডিতে ২৭ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিল শীর্ষে নিজেদের অবস্থান আরও পোক্ত করল বার্সা।

শনিবার রাতে অ্যাথলেটিক ক্লাবের ঘরের মাঠে শুরু থেকেই কিছুটা গুটিয়ে ছিল কাতালান জায়ান্টরা। উল্টোদিকে, অ্যাথলেটিক ছিল বেশি আক্রমণাত্মক। তবে গোলরক্ষক জোয়ান গার্সিয়ার সৌজন্যে বার্সা–দুর্গ অটুট ছিল শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পেড্রি এবং তারপর একসঙ্গে রবার্ট লেওয়ানডস্কি, রাফিনহা এবং ফারমিন লোপেজ নামার পরেই বার্সিলোনার আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়ে। ৬৮ মিনিটের মাথায় অবশেষে কাঙ্ক্ষিত লিডের দেখা পায় তারা। পেড্রির লম্বা ক্রস ধরে ইয়ামালের ইনস্টেপ শট পোস্টে লেগে অ্যাথলেটিকের জালে জড়িয়ে যায়।

এদিন জিতে সমসংখ্যক ম্যাচ (২৭টি) খেলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়েল মাদ্রিদের থেকে ৪ পয়েন্ট এগিয়ে রইল বার্সা।

অল ইংল্যান্ডে ফের স্বপ্নভঙ্গ লক্ষ্যের

আজকালের প্রতিবেদন

আরও একটা অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। আবারও হার লক্ষ্য সেনের। রবিবার বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত পুরুষ সিঙ্গলসের ফাইনালে হেরে ফের স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা। ২০২২–এর ফাইনালে তীরে এসে তরী ডুবেছিল অল ইংল্যান্ড ওপেনের রানার–আপ লক্ষ্যের। চার বছর পরও একই ছবির পুনরাবৃত্তি। এদিন লক্ষ্যকে ফাইনালে প্রায় এক ঘণ্টার লড়াইয়ে ২১–১৫, ২২–২০ পয়েন্টে হারিয়ে অল ইংল্যান্ড ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হলেন চাইনিজ তাইপের লিন চুন–ওয়াই। ঐতিহ্যশালী এই প্রতিযোগিতায় এই প্রথম কোনও চাইনিজ তাইপের প্লেয়ার পুরুষ সিঙ্গলসের খেতাব জিতলেন।

উল্লেখ্য, এর আগে দুই ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা অল ইংল্যান্ড ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ১৯৮০–তে চ্যাম্পিয়নের ট্রফি হাতে তুলেছিলেন প্রকাশ পাড়ুকোন। তারপর ২০০১–এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন পুল্লেলা গোপীচাঁদ। লক্ষ্য দু'বারের রানার–আপ। তার আগে ভারতীয়দের মধ্যে অল ইংল্যান্ডে রানার–আপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল প্রকাশ নাথ (১৯৪৭) এবং সাইনা নেহালকে (২০১৫)। এবারের প্রতিযোগিতায় লক্ষ্য প্রথম থেকেই ছিলেন দারুণ ছন্দে। হারিয়েছেন বিশ্বের এক নম্বর শি ইউ কুই, বিশ্বের ছ'নম্বর লি শি ফেংকে। সেমিতে অবশ্য কানাডার ভিক্টর লাইকে হারাতে ৯৭ মিনিটের দীর্ঘ ম্যাচ খেলতে হয়েছিল লক্ষ্যকে। পায়ের পেশিতে টানও ধরেছিল। চরিশ্ম ঘণ্টা পর ফাইনালে সেই ক্লান্তিই বাধা হয়ে দাঁড়াল লক্ষ্যের।

পঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কল অফিস: নর্থ ২৪ পরগনা

৪৮–এ, যশোর রোড, বারাসত (শেঠ পুকুরের কাছে), পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১২৪। ফোন: ০৩৩ ২৫৮৪ ৪১৬৯; ই–মেল: cs8291@pnb.bank.in

স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি ই–নিলাম বিক্রির প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঞ্জাব সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর স্থাবীন স্থাবর পরিসম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিননার(গণ)–এর জাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)–এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল (বাস্তবিক/ গঠনমূলক– প্রতিটি সম্পত্তির পাশে দখলের ধরন উল্লেখ করা আছে) নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি/গুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিননার(গণ)–এর থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক–এর পাওনা অর্থাৎ পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে দেখা তারিখে 'যেখান যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'সেখানে আছে' ভিত্তিতে নীচে দেখা তারিখে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

এই বিক্রি https://baanknet.com ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে। নিজে অথবা যথাযথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে বিড করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ: ২৭.০৩.২০২৬ বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ই–বিক্রয়ের এই পোর্টালে ইএমডি জমা দিতে হবে: https://baanknet.com

অনুমোদিত আধিকারিক/ অন্যান্য আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ:

শ্রী সঞ্জীব দাস, মোবাইল: ৯৮৩১৯ ৩৫২২৬ এবং শ্রী মণীশ চট্টোপাধ্যায়, মোবাইল: ৮৫৮২৮ ৬৪৭৮৮, ই–মেল: cs8291@pnb.bank.in

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/ জামিননারের নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম গ) প্রপার্টি আইডি	সম্পত্তির অবস্থান এবং বিবরণ	১৫(১) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যে বকেয়া পুরুদ্ধারযোগ্য সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (লক্ষ টাকায়) গ) বিড গুণক (লক্ষ টাকায়)	ক) ই–নিলামের তারিখ ও সময় খ) দায় সম্পর্কিত তথ্য
১.	ক) ১. মেসার্স আল্লা নির্মাণ উদ্যোগ আশীর্বাদগণ: সুরজ ডামাং, রাজীব ভট্টাচার্য ও হারান সাঁতরা ২. নিঃ সুরজ ডামাং, পিতা– নিঃ কুশীর ডামাং ৩. নিঃ রাজীব ভট্টাচার্য, পিতা– প্রয়াত রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ৪. নিঃ হারান সাঁতরা, পিতা– কৃষ্ণপদ সাঁতরা খ) ব্যারাকপুর বার কোর্ট শাখা গ) PUNBABA40437824	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সময় পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: বেসিডিং/ প্রেমিসেস নং ২২/১০৯২৯, বাইথাডি, পোস্টঅ– টোরসি মোড়, থানা– অশোকনগর (হাবড়া), পিন–৭৪৩২২২, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা– বাইথাডি, যে সা নং ২০৩, জে এল নং ৮০, হোল্ডিং নং ১০১১, এল আর খতিয়ান নং ৫৩৪, নগদ এল আর খতিয়ান নং ১৯৫২, আর এস/ এল আর দাগ নং ১৫৮১, অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভা, ওয়ার্ড নং ২২, মোট বাস্তু জমি সামান্য কমবেশি ৮১ শতক, তৎসহ আপত্ত একতলা পাকা বাড়ি এবং অপত্ত আরসিসি বিল্ডিং, ১৯৯৬ সালের বিক্রয় দলিল নং ২২৩১ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্ববিশিষ্ট শ্রী হারান সাঁতরা, পিতা– কৃষ্ণপদ সাঁতরা। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রাপ্তিকী দখলে রয়েছে]	₹১৬,৯৫,১৭৪.৫০ + ০১.০৫.২০২৩ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹৮.২০ লক্ষ খ) ₹০.৮২ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ২৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	ক) ১. জয়তসেব বর্মন, পিতা ডিন সেবক বর্মন ২. মিনতি বর্মন, স্বামী জয়সেব বর্মন খ) কলগী শাখা গ) PUNB3GY9435767	বিডিও সহ বাস্তুভিটি জমির সমগ্র ও অবিভক্ত অংশ, জমির মাপ ৬ শতক, মৌজা আরাইপুর, জে এল নং ৮২, সাবেক খতিয়ান নং ৩৬৩, এল আর খতিয়ান নং ১৪৩৯(১৫.০৯.২০১৭ তারিখের মিউটেশন সার্টিফিকেট অনুসারে), সাবেক এবং এল আর দাগ নং ৬৪০, আকারীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাভুক্ত, গ্রাম ও পোঃ আকারীপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর কলনী, এডিএসআরও কলগাছি নথিভুক্ত বৃক্ষ না ১, সিটি ডসিজি নং ৪৭এফ, পৃষ্ঠা ১৪২ থেকে ১৬০ তে কেকওভুক্ত ১৯৮৭ সালের বিক্রয় দলিল নং ৫৭৬৮। [সম্পত্তিটি জয়সেব বর্মন এর নাম]	₹৭,৮৯,২১৪.২৩ + ০১.০৯.২০২৪ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹৮.৪০ লক্ষ খ) ₹০.৮৪ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ২৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩.	ক) ১. মেসার্স মৌসুমী এন্টারপ্রাইজ প্রোপ্রাইটর: মহঃ রফিকউদ্দিন ২. মহঃ মেসবাহউদ্দিন, পিতা– মহিউদ্দিন খ) দেগঙ্গা ব্রাঞ্চ গ) PUNBABA40367636	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সমগ্র কমবেশি ০৯ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সময় পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং দাগ নং ৯০১, জে এল নং ১৪০, এল আর খতিয়ান নং ৬৫০১, আর এস এল এল আর দাগ নং ৯০১, গ্রাম ও মৌজা– বৈদ্যপুর, পোস্টঅ– বৈদ্যপুর, থানা– শাসন, সাবডি–বেসিনহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাভুক্ত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা– বৈদ্যপুর, পিন–৭৪৪৪১৫, এডিএসআর– বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনায় ডেভিডি ২০০১ সালের দান দলিল নং ৩৫৫৪ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্ববিশিষ্ট মৌকদমে মহঃ রফিকউদ্দিন ও মহঃ মেসবাহউদ্দিন। [সম্পত্তির যৌথ স্বত্ববিশিষ্টি: (১) মহঃ রফিকউদ্দিন ও (২) মহঃ মেসবাহউদ্দিন] [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রাপ্তিকী দখলে রয়েছে]	₹১০,১২,৫৮০.১৬ + ০১.০৫.২০২১ থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ	ক) ₹২৫.১০ লক্ষ খ) ₹২.৫১ লক্ষ গ) ₹০.৩০ লক্ষ	ক) ২৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা খ) ডিআরটি– III, কলকাতায় এস